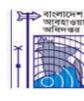


# জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

১২ জানুয়ারি ২০২২ (বুধবার)

[সময়কাল: ১২.০১.২০২২-১৬.০১.২০২২]



## ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা: ফারহানা হক, সবুজ রায়

ই-মেইল: pdamisd@dae.gov.bd

ফোন: ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

## মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

### **করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:**

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।

### **আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:**

পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ হিমালয়ের পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, যার বর্ধিতাংশ উত্তরপূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।

সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রী সে. হ্রাস পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রী সে. হ্রাস পেতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পারে।

মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের অধিকাংশ জেলায় হালকা বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

### **আমন ধান:**

- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।

### **বোরো ধান:**

#### **বীজতলা-**

- বোরো ধানের বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বীজতলা সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন। তবে দীর্ঘ সময় ধরে শৈত্য প্রবাহ চলতে থাকলে সেখানে দিনে এবং রাতে সবসময় পলিথিন দিয়ে চারা ঢেকে রাখতে হবে এবং বীজতলার উভয়পাশে পলিথিন আংশিক খোলা রাখতে হবে।
- প্রতিদিন সকালে জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিতে হবে।
- চারা পোড়া বা ঝলসানো রোগ দমনের জন্য রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিলিটার পানিতে ২ মিলি আজোঅক্সিমিষ্ট্রবিন বা পাইরাক্লোস্ত্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজতলায় বিকালে স্প্রে করতে হবে।
- বীজতলায় চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতক জমিতে ২৮০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া প্রয়োগের পরও চারা সবুজ না হলে প্রতি শতক জমিতে ৪০০ গ্রাম হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে।
- বীজতলায় বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন। হাতজাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন। আক্রমণ বেশি দেখা দিলে হেক্টর প্রতি ১২৫ মিলি ইমিডাক্লোপ্রিড প্রয়োগ করুন।
- থ্রিপস পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত জমিতে নাইট্রোজেন জাতীয় সার ব্যবহার করুন। আক্রমণ বেশি হলে হেক্টরপ্রতি ১.১২ লিটার ম্যালাথিয়ন অথবা ১.৭ কেজি কার্বারিল অথবা ১.১২ কেজি আইসোপ্রোক্যার্ব/এমআইপিপি প্রয়োগ করুন।

### **গম:**

- চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর) প্রথম সেচ, শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) দ্বিতীয় সেচ এবং দানা গঠনের সময় (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর) তৃতীয় সেচ প্রদান করুন।

- গমের পাতার মরিচা রোগ দেখা দিলে সাথে সাথে প্রোপিকোনাজল প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে অথবা টেবুকোনাজল প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- গমের জমিতে গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম অথবা কার্বোক্সিন+থিরাম প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় মাটিতে স্প্রে করতে হবে।
- বৃষ্টির কারণে গমের শীষ ১২-২৪ ঘণ্টা ভেজা ও তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রী সে. অথবা এর অধিক হলে ব্লাস্ট রোগের সংক্রমণ হতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং ১২-১৫ দিন পর আর একবার প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৬ গ্রাম হারে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউ জি অথবা নভিটা ৭৫ ডব্লিউ জি মিশিয়ে জমিতে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

#### আলু:

- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।
- কাটুই পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত কাটা আলু গাছ দেখে তার কাছাকাছি মাটি উল্টে পাল্টে কীড়া খুঁজে সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন। পোকাকার উপদ্রব বেশি হলে ফেরোমন ফাঁদ এবং কীড়া দমনের জন্য বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি ৫ মিলি হারে মিশিয়ে গাছের গোড়া ও মাটিতে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় লেট ব্লাইট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ অবস্থায় রোগ প্রতিরোধের জন্য ৭ দিন পর পর ম্যানকোজেব গুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে আক্রান্ত জমিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। নিজের বা পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে রোগ দেখা দেওয়া মাত্র অনুমোদিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

#### সরিষা:

- বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (গাছে ফুল আসার আগে) প্রথম সেচ এবং ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে (ফল ধরার সময়) দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে।
- সরিষা গাছে ফুল ও ফল আসার সময় জাব পোকাকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা মাত্র ৫০ গ্রাম নিম বীজ ভেঙে ১ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে ২-৩ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে হেঁকে ৭ দিন অন্তর ২ বার ছিটাতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকাল ৩ টার পর ১০ দিন অন্তর ২ বার ছিটাতে হবে।
- ঠান্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় সরিষায় কান্ড পচা রোগের আক্রমণ হতে পারে। রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোভরাল ২.০ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩ বার (বৃদ্ধি পর্যায়, ফুল ও পড গঠন পর্যায়) প্রয়োগ করুন।

#### সবজি:

- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকাকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভাব্য। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- কুমড়া জাতীয় সবজিতে মাছি পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করুন। আলফা সাইপারমেথ্রিন গুপের বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- লাউ জাতীয় সবজিতে পাউডারি মিলডিউ দেখা দিলে হেঞ্জাকোনাজল অথবা মেনকোজেব প্রয়োগ করুন।
- শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গুপের বালাইনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করুন।
- মরিচে থ্রিপস পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে আঠালো সাদা ফাঁদ (প্রতি হেক্টরে ৪০ টি) ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আক্রমণ বেশি হলে ফিপ্রোনিল বা ডাইমেথয়েট ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি হারে স্প্রে করা যেতে পারে।

#### উদ্যান ফসল:

- ফল বাগানের আন্তঃপরিচর্যা করতে হবে।
- কলাগাছের পাতায় সিগাটোকা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি স্কোর অথবা ২ গ্রাম নোইন বা ব্যাভিস্টিন অথবা ০.১ মিলি একোনাভল/ফলিকোর মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- কলার বিটল পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে আইসোপ্রোক্যার্ব (এমআইপিসি) গুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- নারিকেলের মাকড় দমনের জন্য আক্রান্ত গাছের কচি ডাব কেটে পুড়িয়ে ফেলে গাছে মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে। এর সাথে আশেপাশের কম বয়সী গাছের কচি পাতাতেও মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- পেয়ারায় মিলিবাগের আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন। প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।

#### গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে খড়ের পাশাপাশি ঘাস, পাতা বা দানাদার খাদ্য বিশেষ করে খৈল ও ডালের ভূষি দিতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধে গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গবাদি পশুর ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন।
- ঠাণ্ডা প্রতিরোধে মেঝেতে বিচালি এবং বাতাস থেকে রক্ষার জন্য কালো পলিথিন বা বস্তা গোয়াল ঘরের চারপাশে ব্যবহার করা যেতে পারে।

#### হাঁস মুরগী:

- রোগ প্রতিরোধে হাঁস মুরগীকে নিয়মিত টীকা দিন।
- হাঁসমুরগীর ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন।
- বাতাস থেকে রক্ষার জন্য কালো পলিথিন বা বস্তা খোয়াড়ের চারপাশে ব্যবহার করা যেতে পারে।

#### মৎস্য:

- শীতের শুরুতে বিক্রির উপযোগী বড় মাছ ধরে বিক্রি করুন।
- সকল প্রকার সার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন ও খাদ্য প্রয়োগ কমিয়ে দিন।
- পুকুর পাড়ের ডালপালা ও আগাছা পরিষ্কার করে পুকুরে পর্যাপ্ত রোদের ব্যবস্থা করুন।
- নতুন করে মাছ মজুদ করা ও অন্য পুকুর বা বিলের পানি প্রবেশ করানো থেকে বিরত থাকুন।
- পিএইচ মান ও পানির গভীরতা অনুযায়ী শতাংশ প্রতি ৩০০-৫০০ গ্রাম চুন ও লবণ প্রয়োগ করুন।
- যথাসম্ভব ভাসমান খাদ্য প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন ছাড়া জাল টানা যাবে না। প্রয়োজনে জাল কড়া রোদে শুকিয়ে/জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করুন।

## দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (১২ জানুয়ারি ২০২১, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ১১ জানুয়ারি ২০২১ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১২ জানুয়ারি ২০২১ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০১	২৭.৮	১৮.৪	রাজশাহী	রাজশাহী	০১	২৪.৫	১৬.০
	টাঙ্গাইল	০৮	২৬.৬	১৬.০		ঈশ্বরদী	০৭	২৫.০	১৬.৭
	ফরিদপুর	০১	২৭.২	১৭.৬		বগুড়া	০০	২৫.২	১৭.৬
	মাদারীপুর	০০	২৭.০	১৬.০		বদলগাছী	০০	২৬.৪	১৬.৩
	গোপালগঞ্জ	০০	২৭.৩	১৮.৬		তাড়াশ	০১	২৪.৮	১৭.২
	নিকলি	০৪	২৬.০	১৭.০		রংপুর	রংপুর	০০	২৬.২
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০৬	২৫.৫	১৭.৮	দিনাজপুর		০০	২৫.৫	১৬.২
	নেত্রকোনা	০৭	২৫.৪	১৮.০	সৈয়দপুর		সামান্য	২৬.৫	১৫.২
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	২৯.০	১৭.০	তেঁতুলিয়া		০০	২৫.৫	১৪.৯
	সন্দ্বীপ	০০	২৯.৬	১৭.০	ডিমলা		০০	২৪.০	১৪.৫
	সীতাকুন্ড	০০	৩০.০	১৫.০	রাজারহাট		০০	২৫.৬	১৬.০
	রাঙ্গামাটি	০০	২৮.৫	১৫.০	খুলনা	খুলনা	০০	২৭.৫	১৮.৬
	কুমিল্লা	০০	২৯.১	১৭.৬		মংলা	০০	২৭.৪	১৮.২
	চাঁদপুর	০০	২৮.১	১৭.৫		সাতক্ষীরা	০৮	২৭.১	১৬.৯
	মাইজদীকোর্ট	০০	২৭.৬	১৮.২		যশোর	০২	২৮.০	১৬.৮
	ফেনী	০০	২৮.৮	১৪.০		চুয়াডাঙ্গা	০৯	২৫.৫	১৬.৭
	হাতিয়া	০০	২৮.০	১৭.৮		কুমারখালী	০৮	২৫.৫	১৭.০
	সিলেট	কক্সবাজার	০০	২৯.৬	১৮.৫	বরিশাল	বরিশাল	০০	২৯.০
কুতুবদিয়া		০০	২৮.২	১৮.০	পটুয়াখালী		০০	২৮.৪	১৭.৭
টেকনাফ		০০	২৯.৮	১৫.৫	খেপুপাড়া		০০	২৮.৯	১৭.৫
সিলেট		০১	২৭.৯	১৭.৯	ভোলা		০০	২৮.৮	১৭.৩
	শ্রীমঙ্গল	০১	২৭.৮	১৭.৫					

### প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ:-

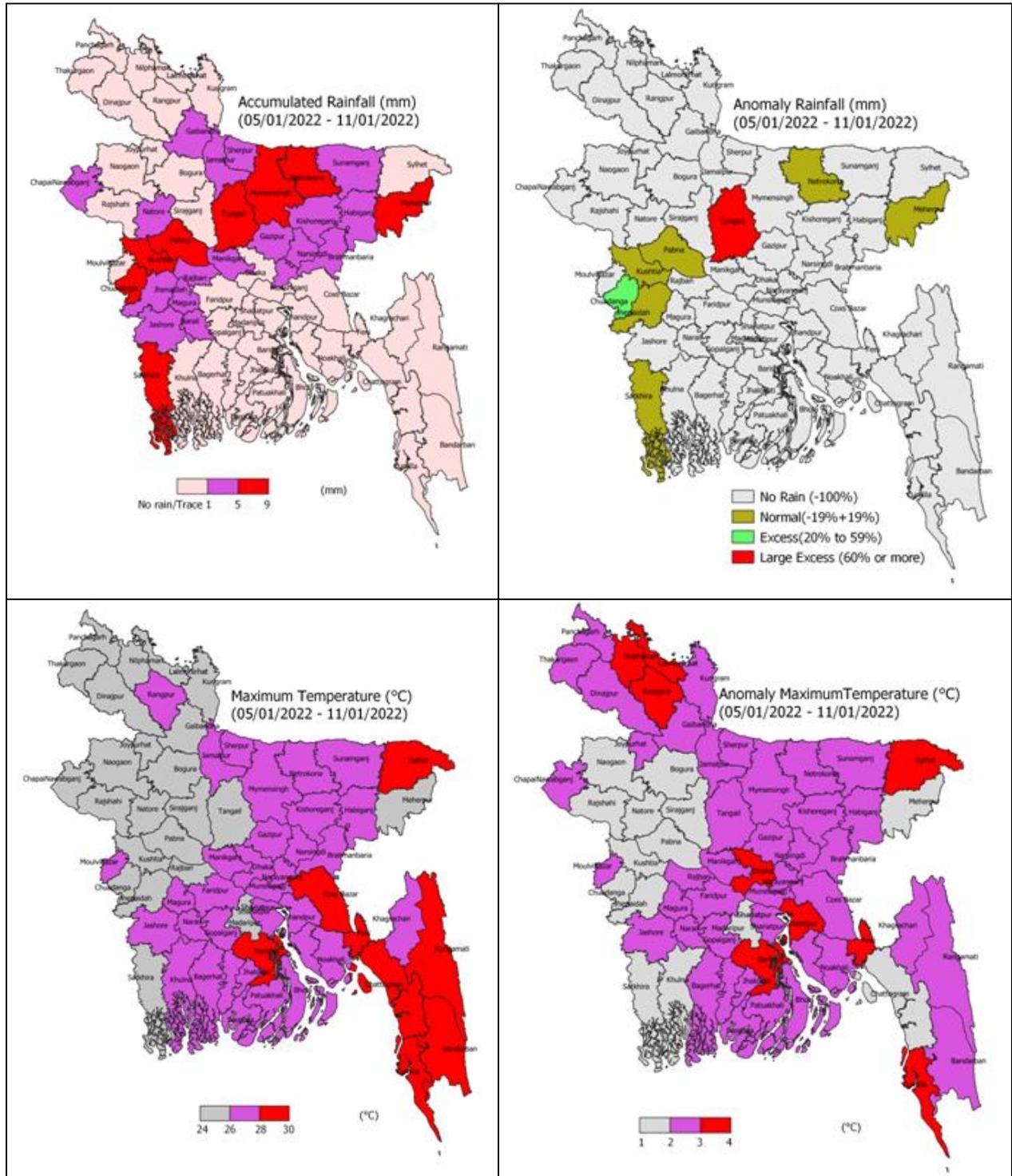
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৬.০৪ ঘণ্টা ছিল।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.১১ মিঃ মিঃ ছিল।

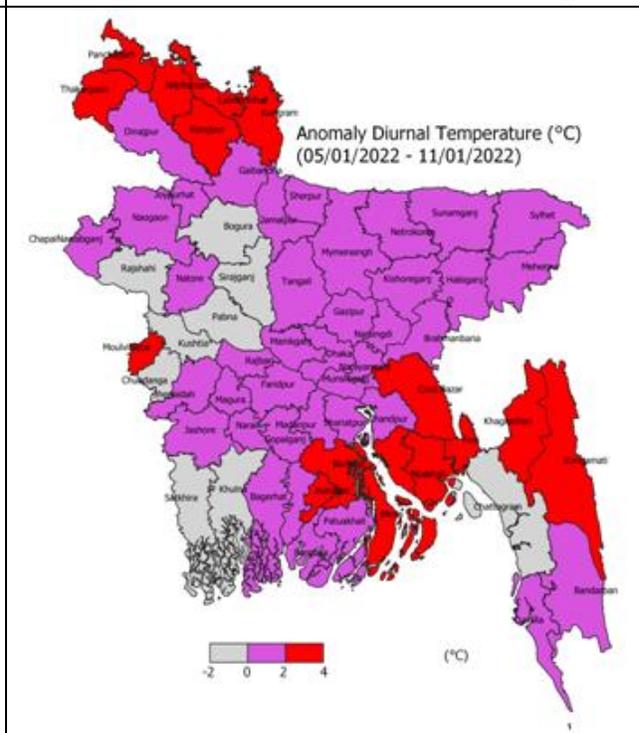
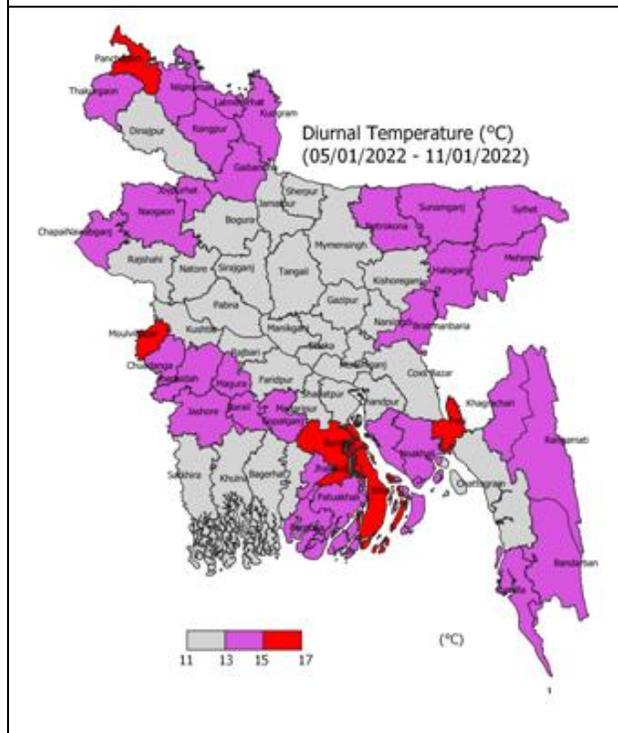
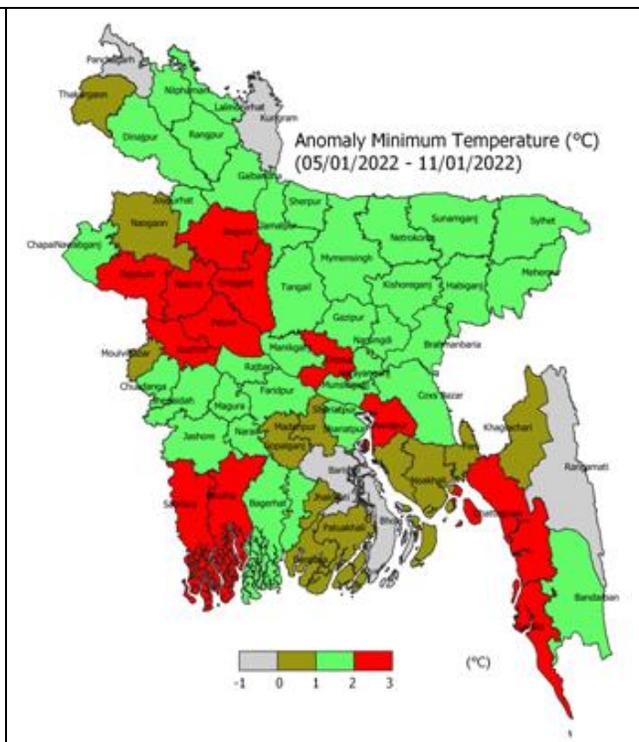
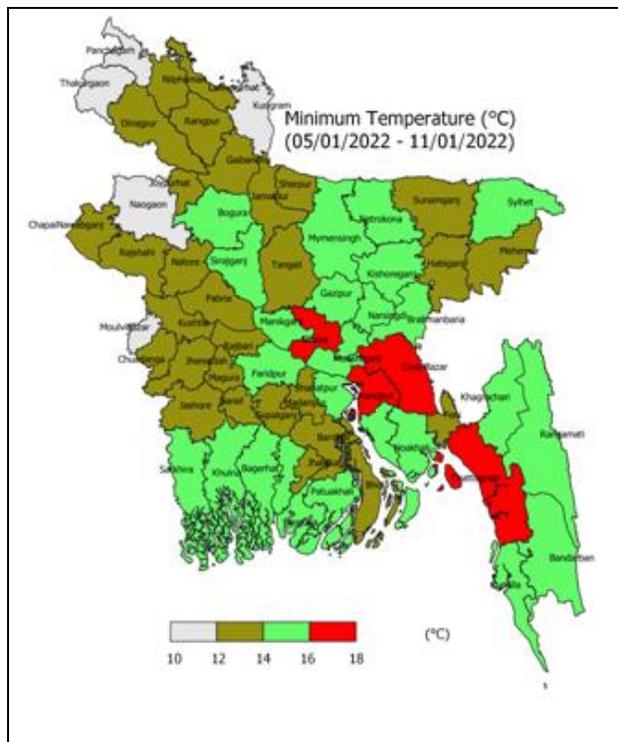
### সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

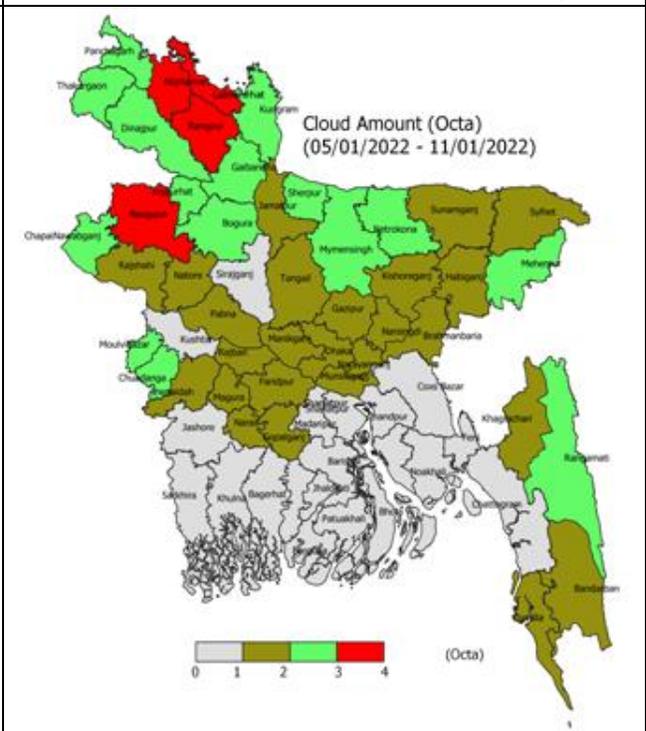
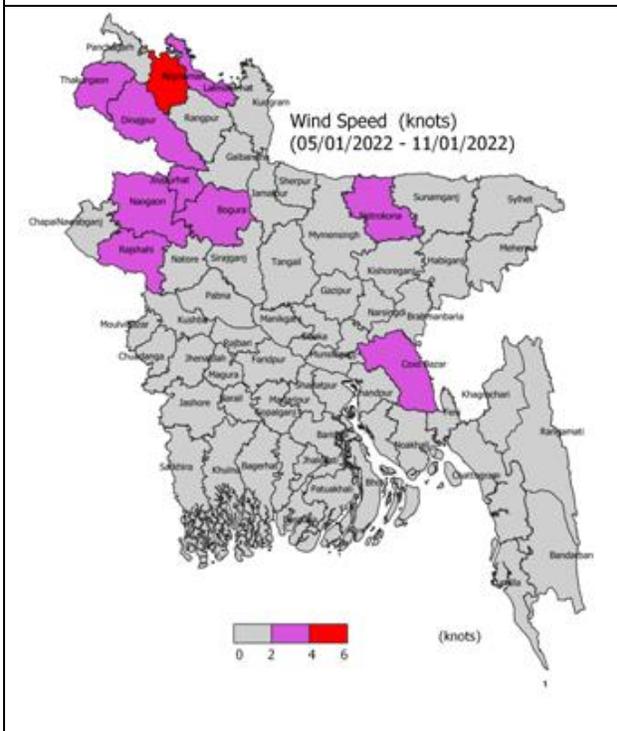
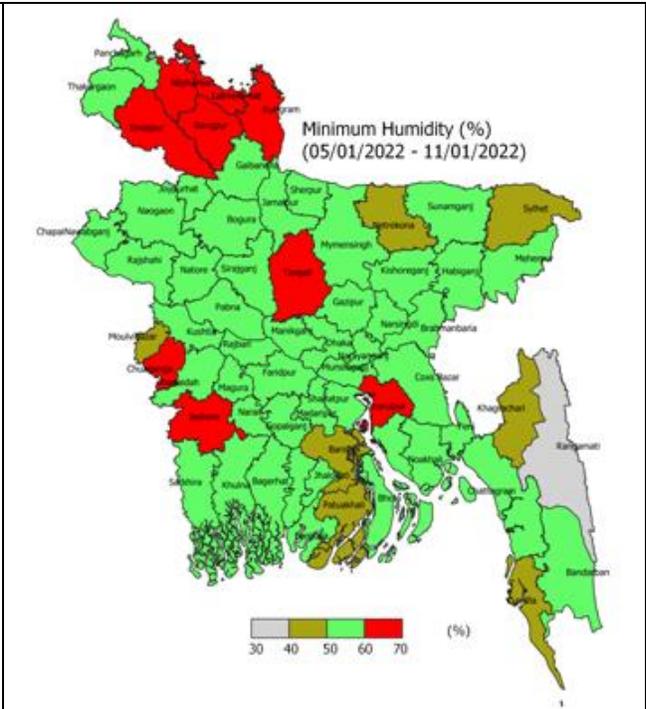
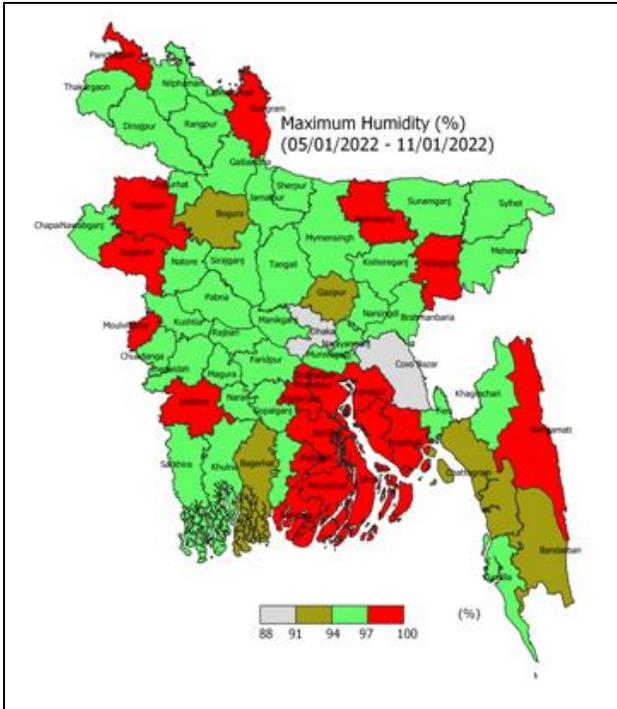
পূর্বাভাসঃ রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারী ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রী সেঃ হ্রাস পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা (২-৩) ডিগ্রী সেঃ হ্রাস পেতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (১১ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন







## আবহাওয়া পূর্বাভাস

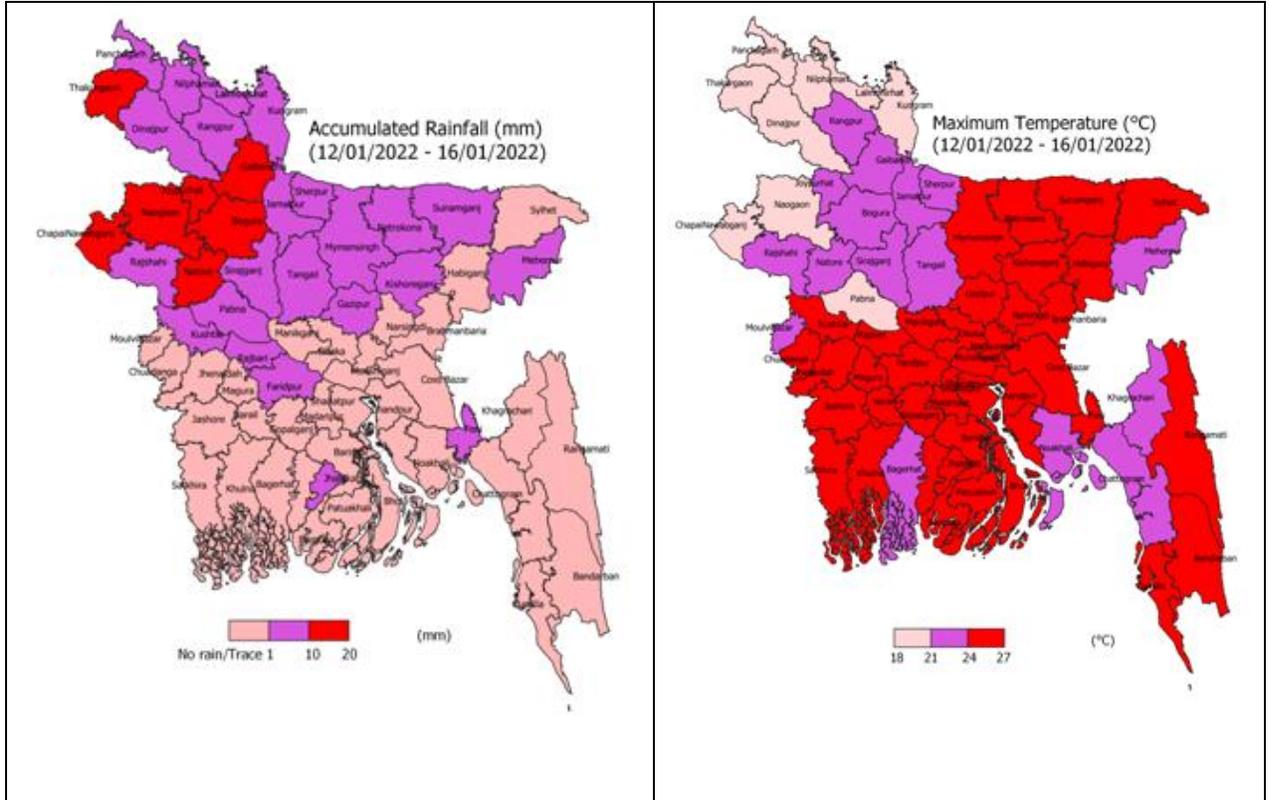
আবহাওয়া পূর্বাভাস ০৯/০১/২০২২ হতে ১৫/০১/২০২২ তারিখ পর্যন্ত:

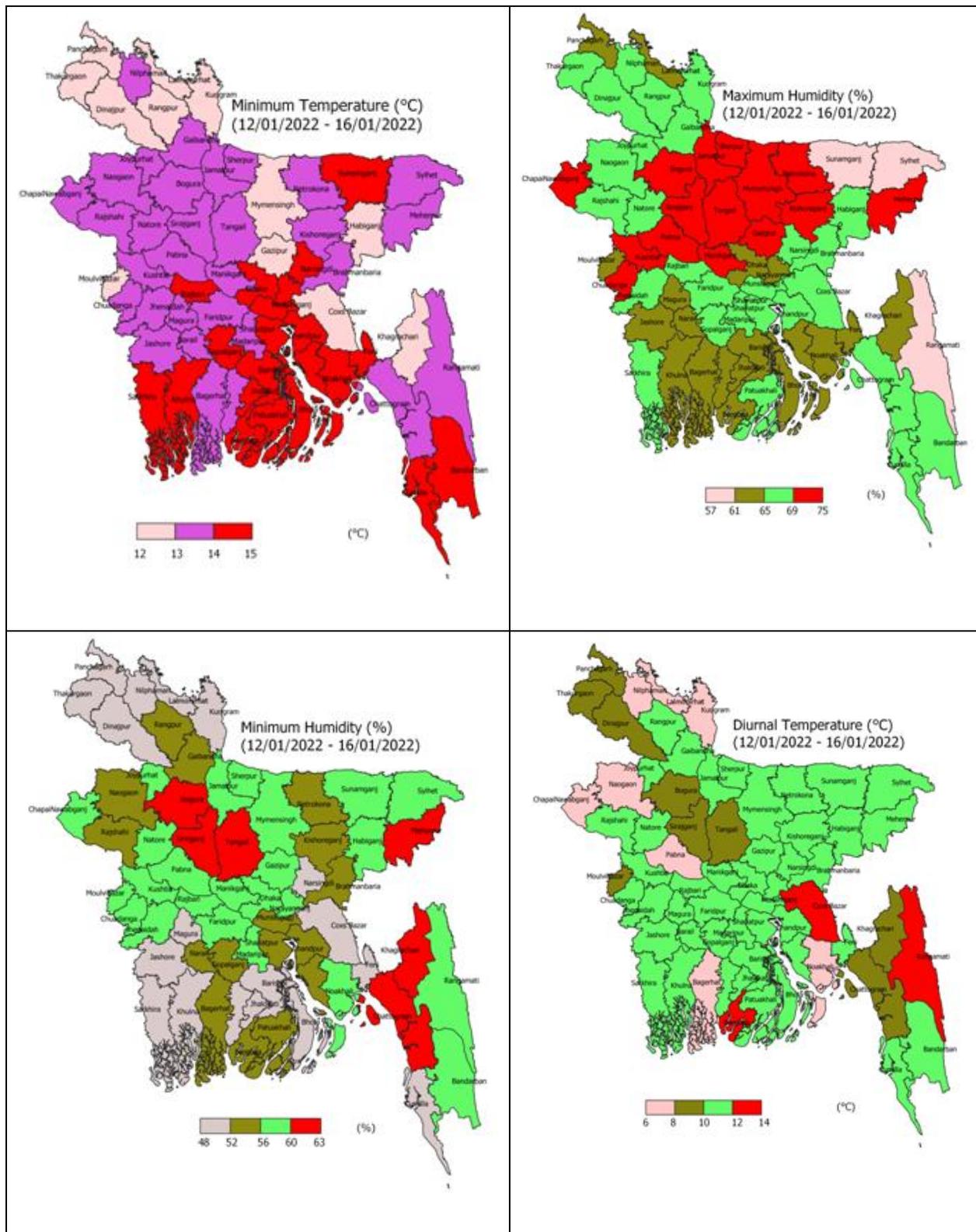
এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৫.৫০ থেকে ৬.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে।

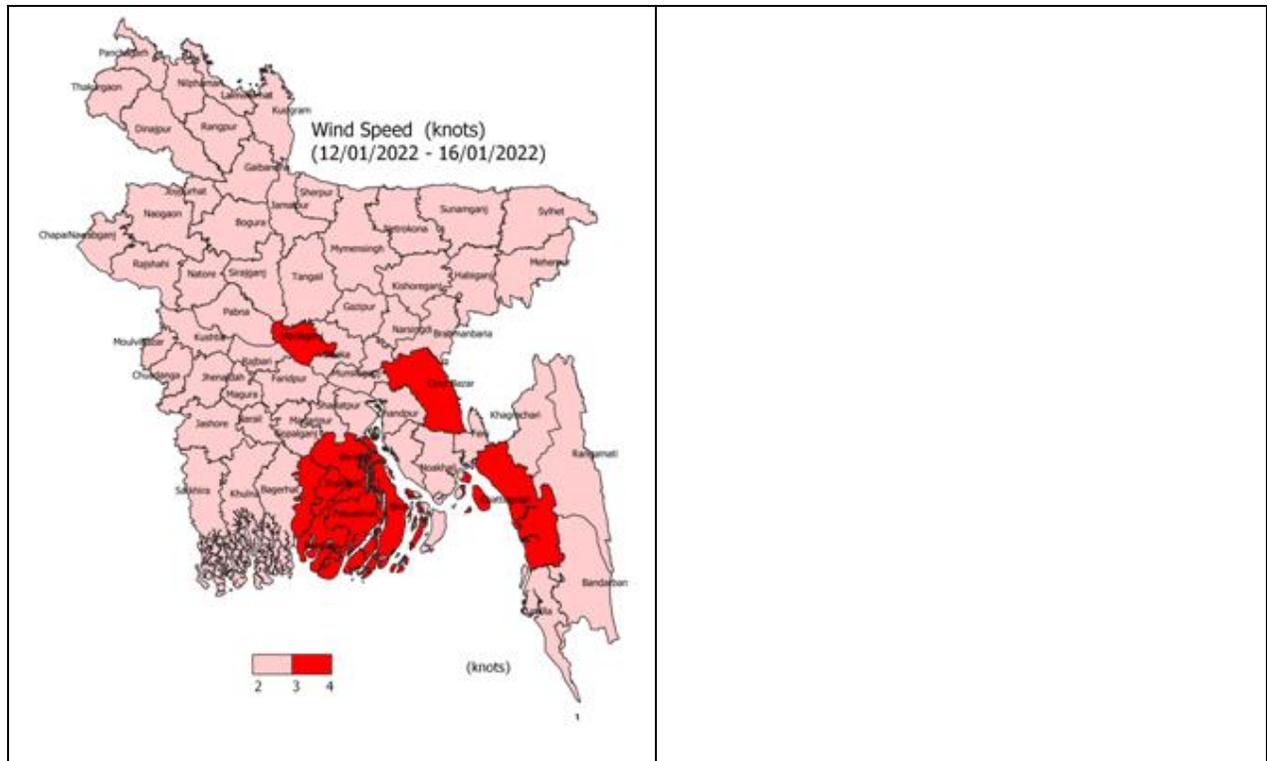
এ সপ্তাহে বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.০০ মিঃ মিঃ থেকে ৩.০০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ের ১১-১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু স্থানে এবং ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দুই-এক স্থানে হালকা বৃষ্টি(০৪-১০মি.মি/প্রতিদিন)/ গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হতে পারে।
- এ সময় শেষরাত হতে সকাল পর্যন্ত দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং দেশের অন্যত্র হালকা থেকে মাঝারি ধরণের কুয়াশা পড়তে পারে।
- এ সময় সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ১-৪° সে কমতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১২ জানুয়ারি হতে ১৬ জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত)







বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য:

